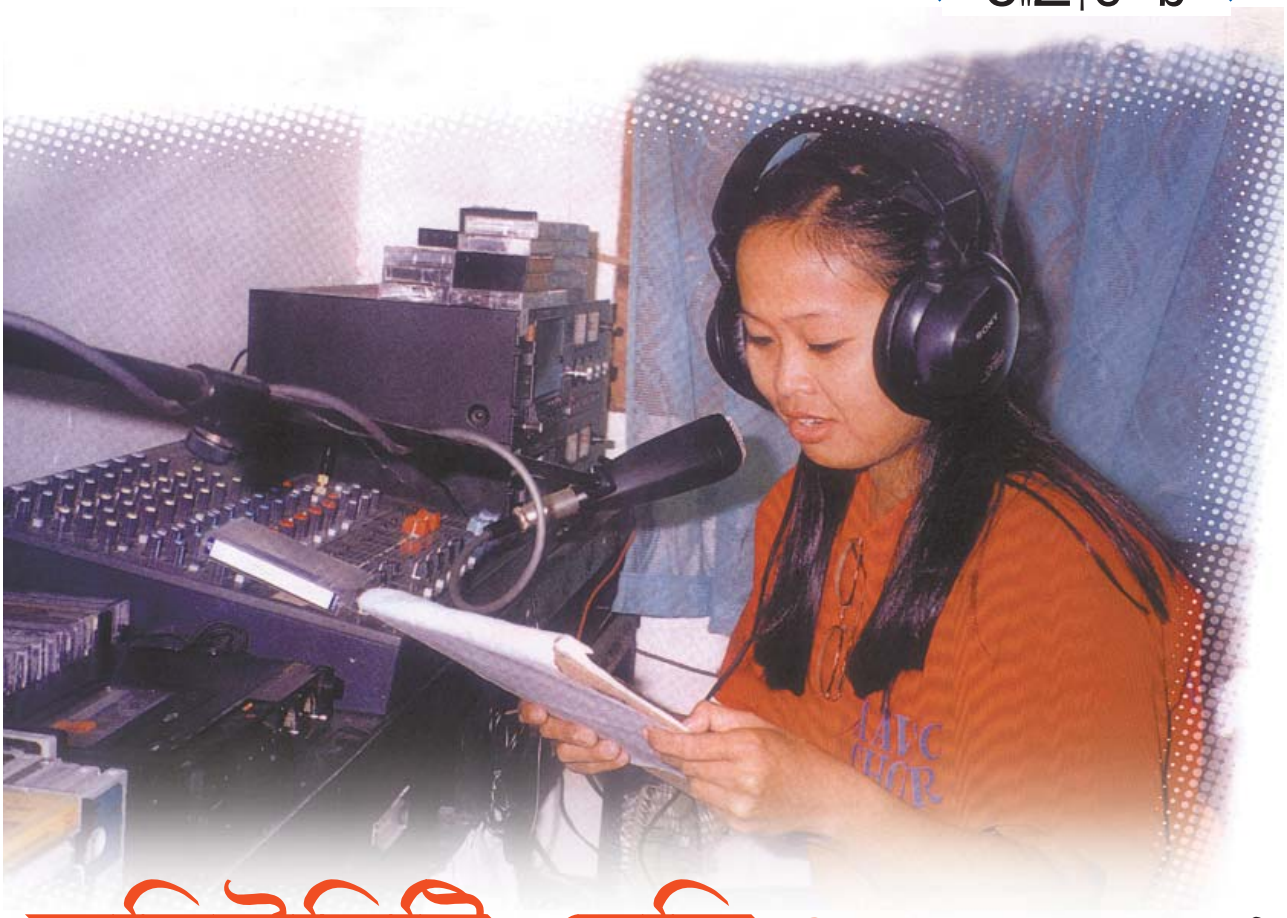

কমিউনিটি রেডিও নিজেদের রেডিও

লিখেছেন **মহিউদ্দিন নিলয়**

পাড়ার ছেলেটি স্কুল ফাইনালে ভালো করেছে। বাড়ির সামনের রাস্তাটি মেরামত নিয়ে কথা বলছেন এলাকার চেয়ারম্যান- এ জাতীয় সংবাদ প্রচার করবে রেডিও। শুদ্ধ বাংলায় নয়, নিজ নিজ এলাকার আঞ্চলিক ভাষায়। এটা চিন্তা করা যায় না, অনেকটা স্বপ্নের মতো ব্যাপার। যে রেডিও সারাক্ষণ জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সংবাদ প্রচার করে, সে পাশের বাড়ির খবর প্রচার করবে কেন? এটা অসম্ভব মনে হলেও সত্য।

বিশ্বের বহু দেশেই প্রচলিত আছে এ ধরনের রেডিও সিস্টেম। এ ধরনের রেডিওকে বলা হয় কমিউনিটি রেডিও। একটি নির্দিষ্ট কমিউনিটির মানুষের জন্য চালু হয় এই রেডিও। ওসেনিয়া, আফ্রিকা, ল্যাটিন আমেরিকা ও ক্যারিবীয় অঞ্চল, এশিয়া, উত্তর আমেরিকা এবং ইউরোপে কমিউনিটি রেডিও স্টেশন রয়েছে। সারা বিশ্বে কমিউনিটি রেডিওর সংখ্যা ৫৭৫টি। দিনে দিনে এ সংখ্যা বেড়েই চলেছে। আমাদের পার্শ্ববর্তী দেশ নেপাল ও শ্রীলঙ্কায় সফলভাবে কাজ করছে কমিউনিটি রেডিও। শুধু আমাদের দেশেই এখনো চালু হয়নি। তবে এ ধারণাটি বাস্তবায়নের জন্য কাজ করে যাচ্ছে ম্যাস্-লাইন মিডিয়া সেন্টার (এমএমসি)। তাদের দীর্ঘদিনের প্রচেষ্টা অনেকটা শেষ পর্যায়ে। সরকারের সজাগ এবং সচেতন দৃষ্টি পড়লেই বাস্তবায়িত হবে এ প্রকল্প। বাস্তবায়িত হবে এ দেশের গণমাধ্যম থেকে বঞ্চিত মানুষের স্বপ্ন। বদলে যাবে তাদের জীবনধারা।

বাংলাদেশ বেতার। এ দেশের জনপ্রিয় একটি সার্ভিস। শহর থেকে শুরু করে প্রত্যন্ত গ্রামাঞ্চলে রেডিও জানিয়ে দেয় দেশের সব খবরাখবর। যেসব এলাকায় সংবাদপত্র কিংবা টেলিভিশন পৌঁছায় না, বিশেষত উপকূলীয় অঞ্চলে সংবাদের একমাত্র উৎস রেডিও। কিন্তু সেই রেডিও এসব অঞ্চলের মানুষের জন্য কতোটা কার্যকর? শুদ্ধ বাংলায় জরুরি বিপদ সংকেতের ঘোষণা কতোটা বুঝতে পারে একজন নিরক্ষর মানুষ? প্রত্যন্ত অঞ্চলের খবর কতোটা প্রচার করে রেডিও? এসব প্রশ্নের উত্তরে একটি বিষয় পরিষ্কার, এ দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলসহ শহরের বিভিন্ন এলাকার নিরক্ষর অধ্যুষিত লোকজন বঞ্চিত হয় গণমাধ্যম থেকে। এদের জন্য কমিউনিটি রেডিওর বিকল্প নেই। সরকারিভাবে বাংলাদেশ বেতারের রয়েছে আঞ্চলিক বেতারকেন্দ্র। কিন্তু সেসব কেন্দ্র থেকে আঞ্চলিক কোনো কিছু প্রচার করা হয় না। বেসরকারিভাবে কোনো প্রচার স্টেশনও চালু হয়নি। বিএনপি এবং আওয়ামী লীগ দু'দলেরই নির্বাচনী প্রতিশ্রুতির অন্যতম ছিল রেডিও-টিভির স্বায়ত্তশাসন। সেই প্রতিশ্রুতির বাস্তবায়ন করেনি কোনো দল। রেডিওতে প্রাইভেট স্টেশন চালু করার ঘোষণা দিয়েও থমকে গেছে বাস্তবায়ন। আওয়ামী

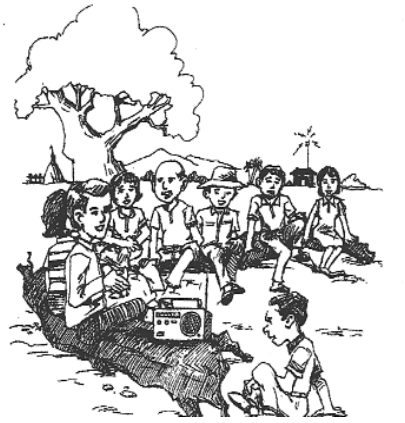

দলবদ্ধভাবে রেডিও শোনার কোন রীতি না থাকলেও কমিউনিটির নানান সমস্যা নিয়ে আলোচনাকালে সবাই একত্রিত হয়ে রেডিওর আলোচনা শুনছেন, মত বিনিময়ে অংশ নিয়েছেন

কমিউনিটি রেডিওর কাজ

নানা দেশের কমিউনিটি রেডিওর অভিজ্ঞতার আলোকে কার্যক্রম বিশ্লেষণ করে ইউনেস্কো সুনির্দিষ্টভাবে এর কয়েকটি কাজ বিশেষভাবে স্বীকৃতি দিয়েছে। সেসব কার্যক্রম এখানে উপস্থাপন করা হলো :

- স্থানীয় সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্য ও নিজস্বতার প্রচার ও প্রসার ঘটাতে সাহায্য করে
- নানা পথ ও নানা মতের মানুষের ধ্যান-ধারণা প্রচার করে তাদের মতপ্রকাশের স্বাধীনতা নিশ্চিত করে
- অনুষ্ঠান ও বিষয়বস্তুকে বৈচিত্র্যময় করে তুলে ধরে
- মুক্ত আলোচনার মাধ্যমে গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়াকে গতিশীল করতে সাহায্য করে
- উন্নয়ন ও সামাজিক পরিবর্তনের ধারায় গতি সঞ্চার করে
- পুরো সমাজের ভূমিকা কার্যকর করতে সহায়তা করে
- সুশাসন নিশ্চিত করতে সহায়তা করে
- অংশগ্রহণ, তথ্যবিনিময় ও উদ্ভাবনকে উৎসাহিত করে
- ভাষাহীনকে কথা বলার সুযোগ করে দেয়
- টেলিফোনের বিকল্প হিসেবে প্রান্তিক মানুষের জন্য জনসেবা প্রদান করে
- সম্প্রচার মালিকানায় বৈচিত্র্য আনার ক্ষেত্রে অবদান রাখে
- সম্প্রচার মাধ্যমের জন্য দক্ষ মানবসম্পদ গড়ে তোলার ক্ষেত্রে অবদান রাখে

সরকার ২৩ এপ্রিল ১৯৯৮ সালে বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে দরপত্র আহ্বান করে। বেসরকারি মালিকানায় বেতার কেন্দ্র স্থাপন এবং পরিচালনার বিজ্ঞপ্তি দেখে এগিয়ে আসে অনেকেই। একমাত্র এমএমসি কমিউনিটি রেডিও চালুর আবেদন করে। প্রয়োজনীয় কাগজপত্র এবং টাকা-পয়সা দেয়ার পর সরকারিভাবে ৬টি প্রাইভেট কোম্পানি নির্বাচিত হয়। এরপর অজ্ঞাত কারণে সরকারের সে কার্যক্রম স্থগিত হয়ে পড়ে। রাজনীতির পালাবদলে ক্ষমতায় আসে চারদলীয় জোট। এ বছরের ৩ মার্চ বিজ্ঞপ্তি এবং ৯ এপ্রিল পুনঃবিজ্ঞপ্তি ঘোষণা করে সরকার। অনেকেই আবেদন করেছে। সরকার বিষয়টি প্রক্রিয়াধীন রেখেছে। এবারো কমিউনিটি রেডিওর একমাত্র আবেদনটি করেছে এমএমসি।

রবিবাসরীয় অনুষ্ঠানে রেডিও লেবাহেতে আয়োজিত শিশুতোষ অনুষ্ঠানে অভিনেত্রী চিন্ চিন্ গুটারেজ্ গান পরিবেশন করছেন

আজ থেকে ৬৮ বছর আগে ১৯৩৯ সালের ১৬ ডিসেম্বর এ অঞ্চলে রেডিও প্রচলন শুরু হয়। এত বছরে রেডিও ব্যাপক জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে। কিন্তু প্রান্তিক পর্যায়ের মানুষ এর সুফল নিতে পারছে না। এর অন্যতম প্রধান কারণ যোগাযোগের ভাষা। অনেকেই তাদের আঞ্চলিক ভাষা ছাড়া অন্য ভাষা বোঝে না। ধর্মীয় সম্প্রীতির এ দেশে বিভিন্ন ধর্ম এবং ভাষাভাষীর মানুষ বসবাস করে। তাদের জন্য দরকার পৃথক পৃথক রেডিও স্টেশন। যার নাম কমিউনিটি রেডিও। তাদের অধিকার নিশ্চিত করার দায়িত্ব সরকারের। সংবিধানের ৩৯(২) ধারায় সংবাদ ক্ষেত্রে স্বাধীনতার কথা বলা আছে। কিন্তু রেডিওর ক্ষেত্রে এ স্বাধীনতার বিষয়টি রয়েছে উপেক্ষিত। অথচ জনসংখ্যার বিশাল একটি গোষ্ঠী সংবাদের জন্য রেডিওর ওপর নির্ভরশীল। প্রাকৃতিক দুর্যোগের দেশ বাংলাদেশ, উপকূলীয় লোকজন সব সময়ই থাকে একটা আতঙ্কের মধ্যে। এদেরকে সব সময়ই দুর্যোগের পূর্বাভাসের খবর রাখতে হয়। এছাড়া যারা গভীর সমুদ্রে মাছ শিকার করে তাদের জন্য এ খবর অনেক বেশি জরুরি। কিন্তু অধিকাংশ মানুষ রেডিওর ভাষা বোঝে না। তারা বিপদ সংকেতের কোনো অর্থ বোঝে না। সাংকেতিক ভাষা তাদের বোধগম্য হওয়ার কথাও নয়। তাই তাদের জন্য প্রয়োজন কমিউনিটি রেডিও।

পালাওয়ান 'ডি.ওয়াই.এস.সি' রেডিওতে কর্মরত একজন কিশোরী

কমিউনিটি রেডিও একটি ছোট মাপের বেতার যন্ত্র। অনুষ্ঠান নির্মাণ থেকে শুরু করে বেতারযন্ত্র পরিচালনার নীতি, প্রচারকৌশল ও অনুষ্ঠানের বিষয়বস্তু নির্ধারণেও অংশগ্রহণ থাকে এলাকার মানুষের। এলাকাবাসীর চাহিদা অনুসারে এর কার্যক্রম নিশ্চিত হয়। এটি একটি জনসেবামূলক গণমাধ্যম। এটি মূলত এলাকাবাসী, শেয়ারহোল্ডার বা দাতা সংস্থার অর্থায়নে পরিচালিত হয়। এর নির্মাণ কাঠামো এবং কার্যক্রম নিজের ঘরে চালিত রেডিও স্টেশনের মতো। মানুষের একান্ত আপন মনে হবে স্টেশনটি। দুর্যোগের সময় এ রেডিও হবে সবার বিশ্বস্ত বন্ধু। সাধারণ রোগ প্রতিরোধে সচেতন করে তুলতে এ রেডিওর কোনো জুড়ি নেই। যে অঞ্চলে গড়ে উঠবে কমিউনিটি রেডিও, সে অঞ্চলের মানুষ গণমাধ্যমের সুযোগ পাবে। তারা তাদের সমস্যা এবং সম্ভাবনার কথা জানবে। স্থানীয় কর্তৃপক্ষ এবং প্রতিনিধিদের জবাবদিহিতা বাড়বে এ রেডিওর মধ্য দিয়ে। এলাকার মানুষ নিয়মিত হারে প্রতিদিন তাদের প্রতিনিধিদের প্রশ্ন করার সুযোগ পাবে। অঞ্চলভিত্তিক সংস্কৃতির চর্চা বাড়বে। এ গণমাধ্যমই লোকজনকে সচেতন করে তুলবে।

বিবিসি কিংবা ভয়েস অব আমেরিকা শোনা

`w¶Yce Gwkqvq ÔKvivZvÕ Zv gwn‡li wc‡V cwb Avbvi wPÎ ^bwgwËK; KwgDwbwU †iwWI‡Z cPwiZ Mvb ïb‡Z ïb‡Z GK cwievi eû `‡ii c_ cwo †`q| wks-G evav †iwWI

যায় প্রতিদিন। জানা যায় বিভিন্ন দেশের খবর। কিন্তু নিজ গ্রামের খবরটি জানা যায় না। সেই সুযোগ রেডিওতে নেই। একমাত্র কমিউনিটি রেডিও এ সুযোগ করে দিতে পারে। উন্নত এবং অনুন্নত দেশ মিলিয়ে ৭৩টি দেশে এ রেডিও চালু রয়েছে। বাংলাদেশ সরকারও প্রাইভেট রেডিও স্টেশন চালুর উদ্যোগে নিয়েছে। সে উদ্যোগে কমিউনিটি রেডিওর প্রস্তাব নিয়ে কাজ করে যাচ্ছে এমএমসি। সাধারণ মানুষের মধ্যে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা শুরু হয়ে গেছে। চালু হয়ে গেলেই তারা সুফল ভোগ করা শুরু করবে। প্রান্তিক পর্যায়ে দায়িত্বশীলদের জবাবদিহিতা সরকারের সুশাসনের পথকে সুগম করবে। কমিউনিটি রেডিও এ দেশের জন্য আবশ্যক হয়ে পড়েছে। এর মধ্য দিয়ে জনগণের জীবনধারা বদলে দেয়া সম্ভব। একটি রেডিও কমিউনিটির মডেল স্থাপন করে সরকার তৈরি করে দিতে পারে আগামীর সম্ভাবনার পথ। এতে করে বাড়তে থাকবে কমিউনিটি রেডিওর সংখ্যা। বাড়তে থাকবে গণমাধ্যমে সুফল ভোগকারী লোকের সংখ্যা।

ঝড়, বন্যা, জলোচ্ছ্বাস বাংলাদেশের মানুষের নিত্যসঙ্গী। ২০ বছরের ইতিহাস পর্যালোচনা করে দেখা যায়, ১৮০টির মতো ঘূর্ণিঝড় বয়ে গেছে এ দেশের ওপর দিয়ে। উপকূলীয় অঞ্চলের মানুষ এতে ক্ষতিগ্রস্ত হয় বেশি। যাদের ৭০ ভাগের বেশি প্রান্তিক চাষি ও দিনমজুর। এদের আয় এবং জীবনযাত্রার মান অত্যন্ত নিম্নমানের। তারা রেডিও প্রচার সুবিধা গ্রহণ করতে

বেতারকেন্দ্রের অবস্থান, শক্তিমাত্রা ও তরঙ্গ পরিস্থিতি

স্থান	শক্তিমাত্রা	তরঙ্গ
ধামরাই	১০০০ কিলোওয়াট	১ মধ্যম তরঙ্গ
কবিরপুর	২৫০ কিলোওয়াট	২ ক্ষুদ্র তরঙ্গ
সাভার	১০০ কিলোওয়াট	২ ক্ষুদ্র তরঙ্গ
সাভার	১০০ কিলোওয়াট	১ মধ্যম তরঙ্গ
চট্টগ্রাম	১০০ কিলোওয়াট	১ মধ্যম তরঙ্গ
বগুড়া	১০০ কিলোওয়াট	১ মধ্যম তরঙ্গ
যশোর	১০০ কিলোওয়াট	১ মধ্যম তরঙ্গ

পারে না। ১৯৯১ সালে গণউন্নয়ন গ্রন্থাগার কর্তৃক পরিচালিত এক সমীক্ষায় দেখা গেছে, উপকূলীয় অঞ্চলের ৮৪% লোকের ঘরে রেডিও নেই। তবে বাংলাদেশ প্রেস ইনস্টিটিউট ১৯৯৬ সালে একটি সমীক্ষা চালায়। এতে দেখা যায়, উপকূলীয় দ্বীপসমূহের ৫১.৮ শতাংশ বাড়িতে রেডিও সেট রয়েছে। এসব বাড়ির প্রত্যেকেই রেডিও'র শ্রোতা। ম্যাস্-লাইন মিডিয়া সেন্টারের ২০০০ সালের সমুদ্রগামী জেলেদের ওপর পরিচালিত সমীক্ষায় দেখা যায় ভিন্ন চিত্র। এ সমীক্ষায় জানা যায়, শতকরা ৭৪.৮২ ভাগ রেডিও শ্রোতা। সমুদ্রগামী মাছ ধরার নৌকা ও ছোট ছোট ইঞ্জিন চালিত ট্রলারগুলোতে রেডিও রয়েছে। ২৫.১৮ ভাগ নৌকা বা ট্রলারে কোনো রেডিও নেই। ২০০০ সালের আরেকটি সমীক্ষায় দেখা যায় উপকূলীয় অঞ্চলে ৫০.১ শতাংশ লোকের ঘরে রেডিও রয়েছে।

অন্যদিকে, বেতারে প্রচারিত বার্তা উপকূলীয় অঞ্চলের লোকের জন্য কতোটা বোধগম্য? এ নিয়ে পরিচালিত এক সমীক্ষায় দেখা গেছে, শতকরা ১৭.২২ ভাগ মানুষ আবহাওয়া বার্তার অর্থ বোঝে, ৩৬.১১ ভাগ একেবারেই বোঝে না, ৪৩.৮৯ ভাগ কিছু বোঝে। এসব মানুষের জন্য রেডিওর প্রয়োজনীয়তা অনেক। তাই এদের ক্ষেত্রে একমাত্র কমিউনিটি রেডিও সুফল বয়ে আনতে পারে।

এ লক্ষ্য নিয়েই কাজ করে যাচ্ছে এমএমসি। ১৯৯৮ সালে দাতা সংস্থা ডানিডার আর্থিক সহায়তার প্রতিশ্রুতিও পাওয়া যায়। এ সহায়তার পরিমাণ ২ কোটি টাকা। ৩ বছর মেয়াদি প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য সরকারি অনুমোদন ছিল একমাত্র বাধা। সেই বাধা আজও দূর হয়নি। বিগত সরকার উদ্যোগ গ্রহণ করে পিছিয়ে পড়েছে। কার্যকারিতা দিয়ে যায়নি। বর্তমান সরকারও ইতিবাচক ভূমিকা নিয়ে এগিয়ে এসেছে। কমিউনিটি রেডিও কার্যকর করার মধ্য দিয়ে সরকার সুশাসন

KwgDwbwUi Dbq‡b ¯vbxq RbM‡Yi mwµq Ges MYZwšK AskMnY Ri"wi; wVK Gfv‡eB wdwjcvB‡bi Avj‡Uv½vq m¤cPviKZ Abôvb‡K †`Lv n‡q‡Q

প্রতিষ্ঠার পথ পরিষ্কার করে দিতে পারে। নীতিমালা প্রণয়নের মাধ্যমে সরকারের নিয়ন্ত্রণের বিষয়টিও বজায় থাকে। তবে প্রত্যক্ষভাবে এর সঙ্গে জড়িয়ে থাকে নির্দিষ্ট কমিউনিটির মানুষ। তাই এতে তাদের স্বার্থসংশ্লিষ্ট বিষয়গুলো প্রচার করা হয়। বাংলাদেশে এখন পর্যন্ত কোনো কমিউনিটি রেডিও চালু হয়নি। তবে খুব শিগগিরই চালু হবার সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে। ম্যাস্-লাইন মিডিয়া সেন্টারের উদ্যোগে সমস্ত প্রস্তুতি সম্পন্ন হয়েছে। এখন শুধু সরকারের অনুমতির অপেক্ষা।

স্থানীয় সরকারি বা বেসরকারি সকলের অংশগ্রহণ একটি স্টেশনের অনুষ্ঠানমালায় নতুনত্ব আনতে পারে

এই রিপোর্টটি তৈরি হয়েছে ম্যাস্-লাইন মিডিয়া সেন্টার-এর সহায়তায়